যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃঃ ... 2 ... কলাম ... 2 ...

বহিরাগতকে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি

ঢাবির দুই ছাত্র বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের দুই ছাত্রকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিরাগত এক শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে ১৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় তাদের বহিষ্কার করেছে হল প্রশাসন। ওই ঘটনায় একজনকে আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অসীম সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বহিষ্কৃতরা হলেন— আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সুব্রত চক্র এবং অন্যজন হলেন চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র পলাশ শাহ। আটক ছাত্রের নাম রাসেল আল মাহমুদ। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র নিয়ে নেয় হল প্রাধ্যক্ষ। যেখানে বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের নাম লেখা থাকলেও ওই নামে বিভাগে কোনো শিক্ষার্থীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এছাড়া পরিচয় পত্রে জহুরুল হক হলের নাম ও কক্ষ নম্বর (৩৩৯নং রুম) লেখা থাকলেও ওই নামে কেউ ওই কক্ষটিতে থাকে না বলে জানা গেছে। প্রশাসনের ধারণা, সে বহিরাগত এবং ভুয়া আইডিকার্ডধারী।

ভুক্তভোগী ছাত্র জাকারিয়া জানান, বুধবার দুপুরে শামসুন্নাহার হলের সামনে সে সাদিয়া নামের তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এ সময় সাদিয়া তাকে ক্যাম্পাসে আসতে নিষেধ করেন এবং মারধরের হুমকি দেন। এরপর সে চলে যাওয়ার সময় তাকে আটক করে সুব্রতসহ আরও তিনজন। তারা তাকে মারধর করে জগন্নাথ হলের মাঠের গ্যালারিতে নিয়ে যায়। সেখানে আটকে রেখে তার পরিবারের কাছে ১৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। ঘটনার জানাজানি হলে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অসীম সরকার সেখানে গেলে সুব্রত ও পলাশ সুকৌশলে পালিয়ে যায়। এ সময় রাসেল ধরা পড়ে। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।